6.1. অর্থ কাকে বলে?
(What is Money?)

অর্থের সংজ্ঞা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন্ কোন্ সম্পত্তিকে অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে সে সম্পর্কে কোন ঐক্যমত নেই। তবে সকলেই এটা স্বীকার করেন যে, **যে সম্পত্তিটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হবে অর্থাৎ যেটি সকলেই নিতে রাজি আছে তাকেই অর্থ বলা হবে** (Money is anything which acts as a medium of exchange)। লেনদেনের সময় যে জিনিসটি সকলেই নিতে রাজি আছে অর্থাৎ যার **সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা** (general acceptability) আছে তাকেই অর্থ বলা যেতে পারে। **সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা আইন বলে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে।** সরকার আইনের মাধ্যমে কোন দ্রব্যকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেন। ঐ দ্রব্যের মাধ্যমে পাওনা নিতে বা দেনা শোধ করতে সবাই আইন অনুযায়ী বাধ্য। **এই রকম অর্থকে আইনসিদ্ধ অর্থ** (legal money) **বলা হয়। আবার কোন দ্রব্যের পিছনে আইনগত সমর্থন না থাকলেও প্রথার ভিত্তিতে ঐ দ্রব্য জনসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত হ'তে পারে।** যেমন এক সময়ে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কড়ি ব্যবহৃত হ'ত। **এই ধরনের অর্থকে প্রথাসিদ্ধ অর্থ** (customary money) **বলা হয়।** যেহেতু ধাতুমুদ্রা (coins), কাগজি নোট (currency notes) এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চলতি আমানত লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে বহুল প্রচারিত এবং এগুলি প্রায় সকলেই গ্রহণ করতে রাজি থাকে। সেজন্য চিরাচরিত সংজ্ঞা অনুযায়ী এগুলিকেই অর্থ বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন কেউ কেউ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সঞ্চয় আমানতকে আবার কেউ কেউ মেয়াদী আমানতকে অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

6.4. অর্থের কাজ
(Functions of Money)

বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি দূর করার জন্যই অর্থের প্রচলন হয়েছে। অর্থের কাজ সম্পর্কে একটি ছোট ইংরাজি ছড়া আছে।

"Money is a matter of functions four,
A medium, a measure, a standard, a store."

এটিকে বাংলায় রূপান্তর করলে হবে নিম্নরূপ ঃ

'অর্থ নামে বিষয়ের কার্য চতুষ্টয়।
মাধ্যম, মাপ, মান ও মূল্যের সঞ্চয়।"

এই ছড়ার মাধ্যমেই **অর্থের চারটি প্রধান কাজ উল্লেখ করা হয়েছে। সেই চারটি কাজ হ'ল ঃ (1) বিনিময়ের মাধ্যম, (2) মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, (3) ঋণ শোধের বা পরে মূল্য পরিশোধের মাপকাঠি এবং (4) সঞ্চয়ের উপায়।** এই চারটি কাজকে আমরা একে একে ব্যাখ্যা করতে পারি।

❶ **বিনিময়ের মাধ্যম** (Medium of exchange) : অর্থের প্রধান কাজ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করা। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধা দূর করার জন্যই অর্থের প্রচলন। যে সম্পত্তি লেনদেনের

সময়ে সকলেই গ্রহণ করতে রাজি থাকে তাকেই আমরা অর্থ বলি। অর্থের সাহায্যে লেনদেন হলে পারস্পরিক অভাবের দ্বৈত সমাপতন (Double coincidence of wants) প্রয়োজন হয় না। ধান উৎপাদক কাপড় কিনতে চাইলে তাকে এখন এমন কাপড় উৎপাদককে খুঁজে বার করতে হবে না যে ধান কিনতে চাইবে। ধান উৎপাদক ধান বিক্রি করে অর্থ পাবে। সেই অর্থ দিয়ে ধান উৎপাদক বাজার থেকে কাপড় কিনবে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা থাকায় লেনদেনের কাজটি অনেক সহজ হয়ে দাঁড়ায়। দ্রব্য বিনিময়ের সময় যে অপচয় ঘটে, অর্থের ব্যবহারের ফলে সেই অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের ব্যবহারের ফলে অধিকতর শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ন সম্ভব হয়। এতে মোট উৎপাদন বাড়ে।

❷ **পরিমাপের মানদণ্ড** (Unit of account) : দেশের মধ্যে নানা ধরনের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপন্ন হয়। প্রতিটি দ্রব্যের মাপের একক বিভিন্ন। এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীকে যদি একটি সাধারণ মাপকাঠিতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে অর্থের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য আমরা অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করি। অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত মূল্যগুলিকে যোগ করে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর মোট মূল্য আমরা হিসাব করতে পারি। জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য এই ধরনের মানদণ্ড অবশ্যই প্রয়োজন। আবার মনে করা যাক কোন যৌথ মূলধনি কোম্পানি নানা ধরনের দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রি করে। এই কোম্পানির মোট বিক্রয় (বা, মোট রেভিনিউ) কত হ'ল তা অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করেই বলা যাবে। দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যকে অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করার ফলে বিভিন্ন সময়ে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর তুলনা করা সম্ভব।

অর্থ ব্যবহারকারী অর্থনীতিতে আমরা সব দ্রব্যের দামই অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করি। এতে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় প্রচুর বিনিময় অনুপাত পাওয়া যায়। কিন্তু অর্থের মাধ্যমে যখন দাম প্রকাশিত হয় তখন যতগুলি দ্রব্য ততগুলিই দাম পাওয়া যায়।

অর্থের মাধ্যমে মূল্য পরিমাপের একটি অসুবিধাও আছে। অর্থের নিজের মূল্য (দ্রব্যের অঙ্কে) একই থাকলে তবেই অর্থের মাধ্যমে মূল্য পরিমাপ হবে সঠিক। কিন্তু অর্থের মূল্যে ওঠা নামা হয় দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে। দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়লে অর্থের মূল্য কমে, আবার-দ্রব্য সামগ্রীর দাম কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে। অর্থের মূল্যের পরিবর্তনের ফলে অর্থের মাধ্যমে মাপা দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য সকল সময়ে সঠিক হয় না।

❸ **পরে মূল্য শোধের মাপকাঠি** (Standard of deferred payments) : পরে বা ভবিষ্যতে যে পাওনা মেটানো হবে তার মাপকাঠি হিসাবেও অর্থ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময়ে ভবিষ্যতে দাম মেটানোর ভিত্তিতে উৎপাদনের উপাদান নিয়োগ করা হয়। খাজনা, মজুরি, সুদ এই সমস্ত চুক্তিবদ্ধ পাওনা অর্থের মাধ্যমেই স্থির হয়। ঋণ নেওয়া, ভবিষ্যতে ঋণ শোধ দেওয়া প্রভৃতি অর্থের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এইভাবে অর্থের মাধ্যমে বর্তমান বাজারের সঙ্গে ভবিষ্যৎ বাজারের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

অর্থের মূল্য ওঠানামার ফলে পরে মূল্যশোধের মাপকাঠি হিসাবে অর্থের ব্যবহার ত্রুটিযুক্ত হয়ে থাকে। মনে করা যাক 5000 টাকা ধার নেওয়া হ'ল কোন বছরে। এই 5000 টাকা ধরা যাক 5 বছর বাদ শোধ দেওয়া হ'ল। টাকার অঙ্কে সমমূল্য শোধ দেওয়া হ'ল। কিন্তু এই পাঁচ বছরে দ্রব্য সামগ্রীর দামস্তর যদি বেড়ে যায় অর্থাৎ যদি অর্থের মূল্য কমে যায় তাহলে 5000 টাকা শোধ দিলে প্রকৃতপক্ষে (অর্থাৎ দ্রব্যের অঙ্কে) কম মূল্য শোধ দেওয়া হচ্ছে।

❹ **মূল্যের সঞ্চয়** (Store of value) : অর্থ সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। জনসাধারণ তাদের সঞ্চয় অর্থের মাধ্যমে রাখতে পারে। **দুভাবে অর্থ মূল্যের সঞ্চয় হিসাবে কাজ করে।** প্রথমত, দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় কোন দ্রব্য বিক্রি এবং অপর কোন দ্রব্য কেনা একই সঙ্গে হয়ে থাকে, কারণ একটি দ্রব্যের বিনিময়েই অন্য দ্রব্য পাওয়া যায়। কিন্তু অর্থ ব্যবহারের ফলে কেনা ও বেচা

এই দুটি কাজকে পৃথক করা সম্ভব। কোন দ্রব্য বিক্রি করে উৎপাদক অর্থ পেল। ঐ অর্থ সঙ্গে সঙ্গে অন্য দ্রব্য কিনতে ব্যয় না হতে পারে। আবার ঐ অর্থের পুরোটাই অন্য দ্রব্য কিনতে ব্যয়িত নাও হ'তে পারে। একটা অংশ সঞ্চয় হ'তে পারে। এই অংশটি মূল্যের সঞ্চয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। **দ্বিতীয়ত,** লোকেরা আয় করে একটা নির্দিষ্ট সময় বাদে। যেমন মাসে একবার বা সপ্তাহে একবার করে আয় হয়। কিন্তু ব্যয় করতে হয় সারা মাস ধরে বা সারা সপ্তাহ ধরে। লোকেরা আয় করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অর্থ ব্যয় করে না। আয়ের একটি অংশ অর্থের আকারে রেখে দেয়। এই অংশটিও মূল্যের সঞ্চয় হিসাবে কাজ করে। অবশ্য সঞ্চয় অর্থের আকারে না রেখে অন্য সম্পত্তির আকারেও রাখা যেতে পারে। তবে সঞ্চয় অর্থের আকারে রাখার কতকগুলি সুবিধা আছে। যেমন অর্থ সব থেকে নগদ সম্পত্তি (most liquid asset)। (যে সম্পত্তিকে ক্ষতি স্বীকার না করে, যত দ্রুত টাকায় রূপান্তরিত করা যাবে, তাকে তত নগদ সম্পত্তি বলা হয়। এই হিসাবে অর্থকে সব থেকে নগদ বলা হয় কারণ এটি টাকায় রূপান্তরিত হয়েই আছে।) তাছাড়া অন্যান্য সম্পত্তির মাধ্যমে সঞ্চয় করলে সঞ্চয়ের অর্থমূল্য বাড়তে বা কমতে পারে ঐ সম্পত্তির দামে ওঠানামা হ'লে। কিন্তু অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করলে ঐ সঞ্চয়ের অর্থমূল্য স্থির থাকে। তবে অর্থের মূল্যে পরিবর্তনের ফলে অর্থের মাধ্যমে সঞ্চিত মূল্যেরও ওঠানামা হয়ে থাকে। দ্রব্য সামগ্রীর দাম কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে এবং অর্থের মাধ্যমে সঞ্চিত সম্পদের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়লে অর্থের মূল্য কমে এবং অর্থের মাধ্যমে সঞ্চিত সম্পদের প্রকৃত মূল্য কমে।